গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিনিময় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moca.gov.bd

স্মারক নম্বর : ৪৩.০০.০০০০.১১৭.৩১.০৩৯.১৮. ১৬৫

তারিখ : ৫ শ্রাবণ ১৪৩০ / ২০ জুলাই ২০২৩

বিষয় : ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও বেসরকারি পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য বিদেশি শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা সাংস্কৃতিক দলের বাংলাদেশে আগমনের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩।

প্রস্তাবনা :

বাঙালির রক্তার্জিত শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক অর্জন বাংলা ভাষা। যার ফলশ্রুতিতে মহান একুশ আজ আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস। শুধু তাই নয়; একুশের প্রেরণাতেই একাত্তরে বাঙালি জাতি অর্জন করেছে মহান স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পাদিত সাংস্কৃতিক চুক্তি, সমঝোতা স্মারকের আলোকে গৃহীত সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ নীতিমালার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। এ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমের আওতায় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল বিনিময়ের ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি দূতাবাসসমূহ প্রায়শই বিদেশি শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা সাংস্কৃতিক দলকে বাংলাদেশে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন। দেশে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধকল্পে বিদেশি শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সাংস্কৃতিক দল ও সংগঠনকে বাংলাদেশে আগমনের পূর্বে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদেশি শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা সাংস্কৃতিক দলের বাংলাদেশে আগমনের সাথে সরকারের রাজস্ব আয়ের বিষয়টিও জড়িত।

২। নীতিমালার উদ্দেশ্য :

(ক) বিদেশি কৃষ্টি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বাংলাদেশের জনগণের কাছে তুলে ধরার প্রয়াসে সহযোগিতা প্রদান;
(খ) সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা;
(গ) বাংলাদেশের জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে এমন ধরণের কার্যক্রম প্রতিহত করা;
(ঘ) বাংলাদেশে বিদেশি অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধ করা এবং
(ঙ) সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত করা।

৩। বিদেশি শিল্পীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানের ধরণ :

(ক) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান :

(১) আমন্ত্রিত বিদেশি শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা সাংস্কৃতিক দলকে বৈদেশিক মুদ্রায় পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে এবং নির্ধারিত মূল্যে অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য টিকেট বিক্রয় করা হবে; এবং
(২) আমন্ত্রিত বিদেশি শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা সাংস্কৃতিক দলকে বৈদেশিক মুদ্রায় পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। শুধুমাত্র আমন্ত্রিত অতিথিগণ অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারবে। অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য কোনো টিকেট বিক্রয় করা হবে না।

(খ) অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান :

(১) বিনা পারিশ্রমিকে বিদেশি শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা সাংস্কৃতিক দল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা করবে। অনুষ্ঠান সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য নির্ধারিত মূল্যে টিকেট বিক্রয় করা হবে না; এবং

(২) বিনা পারিশ্রমিকে বিদেশি শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা সাংস্কৃতিক দল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা করবে। অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য নির্ধারিত মূল্যে টিকেট বিক্রয় করা হবে। টিকেট বিক্রয় লব্ধ অর্থ দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর সাহায্যে ব্যয় করা হবে।

৪। অনুমতির জন্য আবেদন:

(ক) উদ্যোক্তা কর্তৃপক্ষকে অনুষ্ঠান আয়োজনের কমপক্ষে ১ (এক) মাস পূর্বে অনলাইনে সরকারের ডিজিটাল প্ল্যাট ফরম ব্যবহার করে আবেদন করতে হবে। তবে কারিগরি অসুবিধার কারণে অনলাইনে আবেদন করা সম্ভব না হলে সরাসরি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা যাবে। অনলাইনে সংযুক্ত ডকুমেন্টের সংখ্যা ২০ বা তদূর্ধ্ব হলে আবেদনের হার্ড কপির ০৫ সেট সরাসরি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে ;

(খ) আবেদনপত্রে আমন্ত্রিত শিল্পী বা শিল্পীদের নাম, জাতীয়তা, পাসপোর্ট নম্বর ও তার অনুলিপি, আয়োজিতব্য অনুষ্ঠানের স্থান, তারিখ, সময় ও অনুষ্ঠানের বিবরণ উল্লেখ করতে হবে;

(গ) আবেদনপত্রের সাথে আমন্ত্রিত শিল্পী/শিল্পীদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সম্মতিপত্র/চুক্তিপত্র সংযুক্ত করতে হবে ;

(ঘ) চুক্তিপত্রে বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশি শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা সাংস্কৃতিক দলকে প্রদেয় পারিশ্রমিকের পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে ;

(ঙ) আয়োজক/উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন/ ট্রেড লাইসেন্স এবং টিআইএন নম্বর, সর্বশেষ রিটার্ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণক এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি প্রদান করতে হবে;

(চ) সরকারিভাবে স্বীকৃত ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের দিবসগুলোতে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৫। সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র :

(ক) আবেদনপত্র প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের জন্য প্রেরণ করা হবে;

(খ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) কর্মদিবসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সংস্থার মতামতের ভিত্তিতে অনুষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদান বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আপত্তি জ্ঞাপন নিশ্চিত করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে কোনো আপত্তি না পাওয়া গেলে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিজস্ব বিবেচনায় অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে;

৬। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত গ্রহণ :

(ক) আবেদনপত্র প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামতের জন্য পত্র প্রেরণ করা হবে;

(খ) বাণিজ্যিক/অবাণিজ্যিক উভয় অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা সাংস্কৃতিক দলকে পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়ভাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে মতামত গ্রহণ করতে হবে। পত্র প্রেরণের ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তাদের মতামত প্রদান করবে;

(গ) নাট্যদল/নাট্যসংস্থা/সাহিত্যগোষ্ঠী/অন্যান্য উপযুক্ত সংগঠন কর্তৃক অবাণিজ্যিক/দাতব্য/অর্থ সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিনা সম্মানীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত রেখে নিজস্ব বিবেচনায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি প্রদান করতে পারবে ;

(ঘ) দাতব্য/অর্থ সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে আবশ্যিকভাবে জানাতে হবে।

৭। অনুমতি প্রদান : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ছাড়পত্র এবং বাণিজ্যিক/অবাণিজ্যিক ভিত্তিতে আয়োজিতব্য অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত পাওয়া গেলে বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি না পাওয়া গেলে নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুমতি প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করবে।

(ক) এ ব্যাপারে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কোনো ধরনের আর্থিক দায়-দায়িত্ব থাকবে না;

(খ) আয়োজিত অনুষ্ঠানে অশ্লীলতা পরিহার ও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। এছাড়া, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুভূতি এবং সামাজিক মূল্যবোধে আঘাত হানে এমন কিছু বিষয় পরিবেশন/উপস্থাপন করা যাবে না;

(গ) বাণিজ্যিক/অবাণিজ্যিক সকল ক্ষেত্রে বিদেশি শিল্পীগণকে প্রদেয় সম্মানি, টিকেট বিক্রয় লব্ধ অর্থ ও অন্যান্য আয়ের/ব্যয়ের ওপর আয়োজক ব্যক্তি/ সংস্থা কর্তৃক সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী ভ্যাট/ উৎসে কর প্রদান করতে হবে। ভ্যাট/ উৎসে কর কর্তনের বিষয়টি আয়োজক ব্যক্তি/ সংস্থা কর্তৃক রাজস্ব বোর্ডকে আগাম অবহিত করতে হবে;

(ঘ) যে সমস্ত ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা নিয়মিতভাবে বাণিজ্যিক/অবাণিজ্যিক অনুষ্ঠান করে থাকেন, তাদেরকে আবেদনের সাথে পূর্বের অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভ্যাট ও উৎসে কর কর্তনের প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে। সাংস্কৃতিক সংগঠন/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী বা অন্য কোনো কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদানের উদ্দ্যেশে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকলে সহায়তাকৃত অর্থের পরিমাণের বিষয়ে প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে;

(ঙ) আমন্ত্রিত শিল্পী/অতিথিদের নিয়ে কোনো অনভিপ্রেত ঘটনার অবতারণা হলে আমন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে তার দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে;

(চ) আইন শৃঙ্খলার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে;

(ছ) অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বেই নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

(জ) প্রস্তাবিত অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত শিল্পীগণ অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বা অনুষ্ঠান ধারণ করে পরবর্তীতে কোনো বাণিজ্যিক কার্যক্রমে প্রচার করতে পারবে না ;

(ঝ) অনুষ্ঠান চলাকালীন এলকোহল/ নেশা জাতীয় কোনো পানীয় দ্রব্য পরিবেশন, গ্রহণ ও বিক্রয় করা যাবে না ;

(ঞ) আমন্ত্রিত শিল্পী/ কলাকুশলী/ অতিথিদের বাংলাদেশে অবস্থানকালীন নিরাপত্তার দায়িত্ব আয়োজক ব্যক্তি/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তাবে। প্রয়োজনে আয়োজক ব্যক্তি/ সংস্থা স্থানীয় আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সমন্বয় করে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন ;

(ট) সাউন্ড বক্স ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহনশীল শব্দমাত্রা বজায় রাখতে হবে এবং নিরাপত্তার স্বার্থে অনুষ্ঠানস্থল ও আশপাশ এলাকা সিসিটিভি'র আওতায় আনতে হবে। সকল সিসি ক্যামেরা সচল রাখতে হবে।

(ঠ) নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা করতে হবে ;

(ড) সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে আয়োজক সংস্থাকে যথাযথ সতর্কতা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে ;

(ঢ) উল্লিখিত কোন শর্ত ভঙ্গ করলে আয়োজক ব্যক্তি/সংস্থার লাইসেন্স বাতিলের সুপারিশ করা/কালো তালিকাভুক্ত করা/ প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ/ভবিষ্যতে এ ধরনের আর কোনো অনুষ্ঠান করতে দেয়া হবে না। শর্ত ভঙ্গের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বিষয়টি সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এখিতয়ারভুক্ত থাকবে ;

(ণ) অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র পাওয়ার পর কোনো কারণে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তারিখ পরিবর্তনের অনুরোধ জানানো হলে সেক্ষেত্র সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত রেখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে অনুষ্ঠানের তারিখ পরিবর্তনের অনুমতি প্রদান করা যাবে;

(ত) সকল ক্ষেত্রে কোনো আমন্ত্রিত শিল্পী বা প্রতিনিধি দল আগমনের বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আপত্তি পাওয়া গেলে কোনো অনুমতি প্রদান করা হবে না ;

(থ) কোনো উদ্যোক্তা ব্যক্তি/সংস্থা কর্তৃক বিনা অনুমতিতে বিদেশি শিল্পীর অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ করতে হবে ;

(দ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক বহনযোগ্য ফায়ার এক্সটিংগুইশার ও পানি সংরক্ষণ করবে এবং জনসমাগম হতে দৃশ্যমান স্থানে ফায়ার সার্ভিস এর মোবাইল/টেলিফোন নম্বর প্রদর্শন করতে হবে ;

(ধ) নির্দিষ্ট চার্জ প্রদান সাপেক্ষে ফায়ার সার্ভিস ইউনিট মোতায়েন করা যেতে পারে।

৮। অন্যান্য :

(ক) বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি দূতাবাসসমূহের উদ্যোগে বিদেশি শিল্পী/সাংস্কৃতিক দল কর্তৃক অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনুরোধ পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত রেখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে;

(খ) যে সকল দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তির আওতায় সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম চলমান রয়েছে সে সকল দেশের এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত তালিকাভুক্ত শিল্পীদের/ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে বাংলাদেশে আগমনের ক্ষেত্রে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত রেখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে;

(গ) দাতব্য উদ্দেশ্যে যেসব সংস্থা (যেমন-নাট্যদল, নৃত্যসংস্থা, সাহিত্যগোষ্ঠী ও অন্যান্য উপযুক্ত সংগঠন) বিদেশ থেকে শিল্পী বা সাহিত্যিক দল আমন্ত্রণ জানাতে ইচ্ছুক তারা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি/বাংলা একাডেমির সুপরিশ/ অনাপত্তিসহ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আবেদন করলে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত রেখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে;

(ঘ) বিভিন্ন বাণিজ্যিক হোটেলে দীর্ঘ মেয়াদে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য আগত বিদেশি শিল্পীদের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক ওয়ার্ক পারমিট প্রদান সাপেক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত রেখে অনুমতি প্রদান করতে পারে ;

(ঙ) সকল ক্ষেত্রে বিদেশি শিল্পীদের বৈদেশিক মুদ্রায় সম্মানি প্রদানের ক্ষেত্রে আয়োজক সংস্থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং এ সংশ্লিষ্ট সকল বিধিবিধান প্রতিপালন করতে হবে ;

(চ) অনুষ্ঠানসমূহ পর্যবেক্ষণের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চাহিদা মোতাবেক আয়োজক ব্যক্তি/ সংস্থা প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন সংরক্ষণ করবে।

৯। বিদেশি সাংস্কৃতিক দল/ শিল্পীর অংশগ্রহণে আয়োজিতব্য যে কোনো অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করা বা না করা অথবা অনুমতি প্রদান করার পর অনিবার্য কারণে অথবা কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তা বাতিল করার এখতিয়ার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষিত থাকবে।

১০। এই নীতিমালা জারি হওয়ার পর ইতোপূর্বে জারিকৃত এতদ্‌বিষয়ক সকল নীতিমালা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১১। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২০/৭/১৬

(খলিল আহমদ)
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়